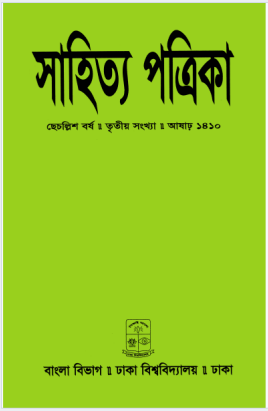


Vol. 46 | No. 3 | 2003

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# ফারছী-বাঙালায় লেখা সতের শতকের কতিপয় গণমুখী গদ্যের নমুনা

| | |
|---|---|
| Volume | 46 |
| Issue | 3 |
| Year | 2003 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | এস. এম. লুৎফর রহমান |
| Published online | June 1, 2003 |
| DOI | 10.62328/sp.v46i3.330 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v46i3.330 |
| Pages | ৫-২৬ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

# ফারছী-বাঙালায় লেখা সতের শতকের কতিপয় গণমুখী বিভিন্ন নমুনা

Check for updates

ড. এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান*

আগেই বলা হ'য়েছে, আমাদের হাল জামানার বাঙালা ভাষার মূল ধারার নাম ফারছী-বাঙালা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ তক সর্বোতভাবে চালু ঐ ফারছী-বাঙালা ছিল, অবিভক্ত। এর সাথে মুছলিম ও অমুছলিম সমাজের উচ্চবিত্ত বা অভিজাত শ্রেণীর কোন সম্পর্ক ছিল না। অথবা থাকলেও—তা ছিল সামান্যই। তাঁরা এ-ভাষাকে ঘেন্না ক'রতেন। অতএব, ঐ ফারছী-বাঙালা কোন বিশেষ কওমের একক দৌলৎ ছিল না। তা ছিল—সমাজের সকল জনমানুষের আপন দৌলৎ। এ-কারণে ঐ ফারছী-বাঙালাকে—গণমুখী বাঙালা ভাষা না ব'লে উপায় নেই।

ইতোপূর্বে, এ-বিষয়ে যা বলা হ'য়েছে, তার সাথে একটি কথা যোগ ক'রে বলা যায়; চ'লতি নিবন্ধে আলোচিত রচনাগুলোর প্রায় সব-ই অমুছলিম কলমে লেখা। তথাপি রচনাগুলোর শব্দ-চেতনা, বাক-ভঙ্গি, ভাষা-রীতি,পদ-গঠন তরতিব আলোচনা ক'রে দেখানো হ'য়েছে, ওগুলো আসলে হিন্দু কলমে লেখা মুছলমানী গদ্য। আর তা এদেশে শত শত বছর ধ'রে চালু ফারছী-বাঙালায় লেখা। এ-রচনায় কোট্ করা নমুনাগুলোর ভাষার আখলাক-খাছিয়ৎ (চরিত্র-বৈশিষ্ট্য) গণমুখী। কেননা এই কিছিমের বোল-বুলি বা জবানীতে মুছলিম ও অমুছলিম জনকওমের সাধারণ এবং মধ্যবিত্ত লোকজন—কম-ছে-কম পাঁচ-ছ'শ বছর লেখার কাজকাম চালিয়ে এসেছে। তারা সব রকম ভেদ-বিভেদকে দূরে রেখে ঐ ফারছী-বাঙালায় ফি-দিনের কাজ চালিয়ে এসেছে।

আলোচ্য রচনায় সতের শতকে লিখিত ঐ রকম রচনার যে-সব নমুনা হাজির ও আলোচনা করা হ'য়েছে, সেগুলো ভারতীয় বাঙালার লেখক পঞ্চানন মণ্ডল, বাঙলাদেশী গবেষক ড. মুহম্মদ শাহ্‌জাহান মিয়া ও আরও দু'চারজনের যোগাড় করা। বেশীর ভাগ-ই প্রকাশিত । দু'একটি অপ্রকাশিত।

চলমান আলোচনায় 'হকিকৎ নামা' (সত্য বিবরণ), 'ওয়াক্‌ফ নামা' (ভূমিদান পত্র), 'দলিল-দস্তাবেজ' (জমি কেনা-বেচার ডকুমেন্ট), 'সালিশ নামা' (বিচারের সিদ্ধান্তপত্র) ও 'হুকুম নামা' (ব্যক্তিগত ভাবে দেওয়া আদেশপত্র)—এই পাঁচ কিছিমের গদ্যের পুরানো নমুনা নিচেয় হাজির করা হ'ল। এগুলো ১৬১০ থেকে ১৬৯২ ইছায়ীর মধ্যে লিখিত।

* প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

**১. হকিকৎ নামা।**

১৬৪৭ (খৃ. অ.) সালে লিখিত মরহুম সৈয়দ মুর্তাজা আলীর প্রকাশিত একটি 'হকিকৎ নামা'র রূপ এরকম—

"হকিকৎ নামা পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চগে আমরা আপনা আপনা মুরব্বি সকলের পাছত শুনিয়াছি জয়ার রায়গরে রঘুনন্দন চৌধুরী আছিলা। দচপত তান আছিল। পরগণার সিকদার আছিলা। খিতাবী নাম রঘুনন্দন সিকদার আছিল। তান বেটা বিষ্ণুদাস দেবে রাজমহলে উন কামাইতা। সেখানত আসিয়া সাদী করিয়া পুনশ্চ উন গেছিলা। পরে অনেক বছর বাদে, এক আশাবরদার সঙ্গে লইয়া এক মাসর বিদায় লৈয়া বাড়ীতে আসিলা। এক মাস বাদে আশাবরদার নিবার একীয়ত করিল। তাতে বিষ্ণু দাস দেব উন যাইবার কবুল না করনে তান পিতা চৌধুরী-এ অনেক কহিল। তথাচ উন যাইবার কবুল না করিলা। পরে রঘুনন্দন চৌধুরী তান বেটার উপরে গরম হইয়া তান ছুট ভাই শম্ভুরাম দেবকে কহিলা—তুমি রাজমহলে উন যাও। তাইন উন যাইবার কবুল করিলা। তান উপর খুশ্ হইয়া পাওড়ি (পাগড়ি) বান্দিয়া রাজমহলে উন দিলা। শম্ভুরাম দেবে অনেক বছর উন কাথাইলা। পরে রঘুনন্দন চৌধুরীর কাল হইলে, পরে শম্ভুরাম দেবে, কবি নামে 'চৌধুরীহ ছনদ' হাছিল করিয়া আনিয়া, পরে বিষ্ণুদাসদেব গং ইথান নালিশ করিলাঃ আমার পিতা রঘুনন্দন চৌধুরীর নামে দচপত আছিল। শম্ভুরাম দেবে কবি নামে ছনদ আনিলা। ছবব কি? তাতে শম্ভুরাম দেবে জবাব দিলা—আমার কেওর নাম করি নাহ ও বিনাম ছনদ আনিছি। জুয়ারর ছরবরা করি কাম যে দেও—তার নাম কবি। এই ছনদ বিষ্ণুদাস দেবর হইল। তাইন কবি নামে দচপত করুকা। পরে বিষ্ণুদাস দেবে জবাব দিলা: বিনামের দচপত আমি না করিমু। আমার পিতা রঘুনন্দন চৌধুরীর নামে দচপত আছিল। এখন কয়েতি হৈছে। হাদুছ সেই নামে দচপত করিতেছি। এখন সেই নাম লেখিমু। পরে আমার নামে ছনদ হাছিল করিমু। এই কথা শাক্ষাৎ মঞ্জুর হৈল। কবি নামর ছনদ জারি না হইল। বিষ্ণুদাস দেবে জুয়ারর ছরবরা করিয়া কাম দিতা। পরে বিষ্ণুদাস দেবে কাহিল হৈয়া ঘরে বসিলা। শম্ভুরাম দেবে—কাম হিমত করিয়া, কবি নামের ছনদ জারি করি, মথুরোন নামে দচপত করিলা। বিষ্ণুদাস দেব গং না জানিয়া----মজাহিম না মানিলা ---হৈতে, আমরা মুরব্বি সকলের পাছত শুনিছি। জানি-শুনিয়া হকিকৎপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি—সন-১০৫৪।"

এ-রচনার শিরোনামটি ফারছী সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসারে লিখিত। তাই এর নাম—'হকিকৎ নামা'। এক্ষেত্রে মশহুর ফারছী মহাকাব্য 'সাহ্নামা'র কথা

ইয়াদ করা যায়। এছাড়া—পরগণা, মুরব্বি, সিকদার, খেতাব, সাদী, আশা, একীয়ৎ, কবুল, খুশ,ছনদ, হাছিল, (গং=ওগয়রহ), নালিশ, ছবব, মঞ্জুর, জারি, মজাহিম শব্দগুলোই কেবল নয়; সেগুলোর পদবন্ধ রূপ হিসাবে পরগণে, খেতাবী, আশাবরদার-এর প্রতিও নজর না ক'রে পারা যায় না। 'হিছাব' এই আরবী শব্দের সঙ্গে বাঙালা 'এ'-বিভক্তি, পরগণা (ফারছী শব্দের সঙ্গে বাঙালা) এ-বিভক্তি যুক্ত হ'য়ে বাক্যে ব্যবহৃত পদ গঠন ক'রেছে। এক-ই ভাবে 'খেতাব' এই ফারছী শব্দের সঙ্গে বাঙালা ই-প্রত্যয় ও আশা (ফারছী) শব্দের সঙ্গে 'বরদার' এই পুরো ফারছী প্রত্যয় যুক্ত হ'য়ে বাক্যের পদগঠন ক'রেছে। উদ্ধৃত অংশে 'বিনামা' শব্দের বি-উপসর্গটির ফারছী বে-বির প্রতিও নজর না প'ড়ে পারে না। ঐ 'হকিকৎ নামা'র বিভিন্ন স্থানে বাঙালা বাক্-ভঙ্গিতেও যে, ফারছী বাক্-ভঙ্গি আছর ক'রেছে—তাও সচেতন ভাষাবিদ্দের নজর এড়ানো কঠিন। সেগুলো হ'ল—'কবুল না করা' (করেন), 'খুশ হওয়া' (খুশী হওয়া), 'ছনদ হাছিল করা (করিয়া), বিনামা ছনদ ছবব কি? না করিমু, মঞ্জুর (হইল), 'জাবিন না হওয়া' (না হইল) হিমত করা (করিয়া), ছনদ জারি (করা)। এসব বাক্-ভঙ্গি, হিন্দুরীতির বা 'বাঙালা' বাক্-ভঙ্গির (বর্তমানের নিরিখে), নয়। কেননা, 'কবুল করেন না, ছনদ লাভ করা, করমু না ('না-করমু' স্থানে) প্রভৃতি বাক-রীতি-ই এখন তথাকথিত বাঙালা বাক-রীতি ব'লে স্বীকৃত। কিন্তু আসলে ওগুলো সংস্কৃত বাক্ভঙ্গি। হাছিল করা, ওয়াসিল করা, আদায় করা (পরিশোধ করা অর্থে) পষ্ট ভাবেই মুছলমানী বাক্-রীতি।

পরিশেষে বলা দরকার, লেখাটি সাড়ে তিন শ' বছরের পুরানো। সেখাতিরে তা একালের পাঠকদের কাছে, অপরিচিত ও অবোধ্য। লেখাটিতে কোন বিরাম চিহ্ন তো নেই-ই; তাছাড়া, আরবী-ফারছী-উরদু শব্দের বহু ব্যবহার এবং বাক্য গঠন-রীতির জটিলতাও একালে বহু মানুষের নিকট এ-রচনাকে অপারিচিত ক'রে ফেলেছে। সে-কারণে রচনাটি বোঝার সুবিধার জন্যে বিরাম চিহ্ন যোগ করা হ'য়েছে।

এবার ভারতীয় বাঙালা থেকে প্রকাশিত পঞ্চানন মণ্ডল-এর কয়েক খানি গদ্য রচনার নমুনা হাজির করা হবে। ১৬১০ থেকে ১৭০০ সালের দরমিয়ানে লেখা ঐ সব গদ্য নমুনার মধ্যে 'হকিকৎ নামা'র মত কোন রচনা নেই। ড. মুহম্মদ শাহ্জাহান মিয়ার প্রকাশিত সংগ্রহেও নেই। তাই এবার পঞ্চানন বাবুর বই ও অপর সূত্র থেকে 'ওয়াক্ফ নামা' বা-ভূমিদান পত্রে'র নজীর হাজির করা হবে।

**২. ওয়াক্‌ফ নামা (ভূমিদান-পত্র)।**

সরকারী মালিকানাভূক্ত 'খাস-জমি ধর্মীয় কারণে পীর-দরবেশ ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের দান করার রেওয়াজ এদেশে তুরকী মুছলিম শাসকরাই চালু করেন। পরবর্তী মুছলিম শাসকগণ সেই প্রথার বিলোপ না ঘ'টিয়ে তাকে আরও ব্যাপক রূপ দেন। তাঁরা কেবল ধর্মীয় কাজে নয়, পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, জনসেবার কারণেও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঐ রকমে ভূমি দান ক'রতেন। এরকম দান হিন্দুরা ক'রলে তাকে ব'লত 'ব্রহ্মোত্তর' দান; আর মুছলমানরা দিলে, তা হ'ত 'আয়মা' দান বা 'ওয়াক্‌ফ'। সরকারী ভাবে মুছলিম শাসকদের ফরমান বা আদেশ অনুসারে এরকম জমিদানকে বলা হ'ত 'আয়মা'। আর বেসরকারী ভাবে ব্যক্তি বিশেষের নিজের স্বত্বত্যাগ ক'রে, দান–ই ছিল– 'ওয়াক্‌ফ। এ দু'রকম জমির অস্তিত্ব এখনও এদেশে র'য়েছে। হিন্দুদের 'ব্রহ্মোত্তর' দেয়া জমির একেবারে বিলোপ ঘটেনি।

যাহোক, নিচেয় পঞ্চানন মণ্ডল-এর যোগাড় করা ১৬১০ সালে লেখা এরকম একখানি 'ব্রহ্মোত্তর' জমিদান-পত্রে লিখিত গদ্য নমুনার নজীর নিচেয় দেয়া হ'ল। যথা—

**ক) ১৬১০ সালে লিখিত 'ব্রহ্মোত্তর'-দানপত্র।**

"ইয়াদিকীর্দ্ধ শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবত্তি ব্রহ্মত্তর জমী পটক মিদং কার্যঞ্চা আগে তোমাকে মঃ (মোকাম) পাহাড়পুর উত্তর মাঠে অজবঞ্জর জমা খারিজের মধ্যে।। দস কাঠা দিলাঙ। জোত আবাদান করিয়া ভোগ করহ। এই (করা-)ড় পত্রে জমী পটক দিলাঙ। ইতী—সন-১০১৭ সাল। তাং (তারিখ) ১৫ ভাদ্র।"

এ-নমুনা থেকেও দেখা যায়, বাক্য রচনায় কেবল সাধারণ আরবী-ফারছী লফ্‌জ নয়, জমি কেনাবেচার প্রায় সব পরিভাষাই আরবী-ফারছী। যেমন—'ইয়াদী কীর্দ্দ', ভূমি স্থানে 'জমি', পটক (পোট্টা থেকে), মোঃ বা মোকাম (স্থান-নির্দেশক), অজবঞ্জর (বাচ্‌ড়া বা পতিত জমি অর্থে), জমা-খারিজ, জোত, আবাদ, করার (প্রতিজ্ঞা) প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে ফারছী আবাদ (অর্থ—ফসল) শব্দের সঙ্গে ফারছী আন্ প্রত্যয় যোগে 'আবাদান' পদটির গঠনতরতিব (পদ্ধতি)ও খেয়াল করা জরুরী।

**খ) এবার ১৬৫২ সালে লিখিত একটি ভূমিদান পত্র।**

"ইআদি কীর্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত সিবরাম চক্রবর্ত্তি সদাসয়েষু—

লিখিতং কার্য্যঞ্চ আগে মৌজে মৃর্জ্জাপুর (মীরজাপুর) তোমাকে আয়মা দিনওয়া দোয়া (?) করিয়া ভোগ স্বত্ব গ্রামের রাজস্ব আমীদির। তোমার সহিত রাজস্বের দায় নাহি। আর আমরা আবহ পরগণাতে—জে তোমার আমল আছে, তাহা আমলসহ। ইতি—তা তারিখ; ২১ ফাল্গুন। সন—১০৫৯ সাল।"

এ-রচনায় সংস্কৃত বাঙালার পণ্ডিতী প্রভাব কিছু থাকলেও, আরবী-ফারছী শব্দ ও বাক্-ভঙ্গিও একেবারে গর-হাজির নয়। তা 'মৌজা,' 'মৃজাপুর, 'আয়মা', 'দোয়া', 'দায়', 'পরগণা', 'আমল', 'তারিখ' প্রভৃতি শব্দ, পদ ও বাক্-রীতি থেকে ছাবিত হয়। শেষ বাক্যে—"জে তোমার আমল আছে"—ফারছী-বাঙালার বাক্-রীতি। এর বিপরীত সংস্কৃত বাক্-রীতি হ'ল—'তোমার যে অধিকার রহিয়াছে।'

**গ) এরপর ১৬৬০ সালে লেখা একটা ব্রহ্মোত্তর জমির বেদাওয়া-পত্র**

"লিখিতং শ্রী উদয়রাম দাস ষুচরিতেষু—

লিখনং কার্যঞ্চা আগে আপনকার জে ব্রহ্মোত্তর জমী আমার স্থানে আছে, তাহা বেদায়া লিখিয়া দিলাম দাওা করি স্থানে পাতক। এই নিবন্ধে বেদাওা পত্র দিলাম তা—৮ কাত্তিক।"

নজর দিলে দেখা যায়, এসব ছোট ছোট গদ্য লেখায় নিহিত হিন্দু রীতির সম্বোধন বা সংস্কৃত লেখন-রীতির দু'একটি পদ যেমন "কার্যাঞ্চা আগে" এবং হিন্দু ব্যক্তিনাম বাদ দিলে, ঐ গদ্য রচনার মুছলমানী খোলসটি খুব পষ্ট হ'য়েই বেরিয়ে পড়ে। তখন কোন হিন্দু লেখক-পাঠকেরও বলা সহজ হয় না যে, আসলে ওগুলো হিন্দু-কলমে লেখা না মুছলিম-কলমে।

**ঘ) এবার ১৬৮৯ সালে লিখিত একখানি ভূমিদান-পত্র**

এটি 'ব্রহ্মোত্তর'-ভূমিদান না সাধারণ ভূমিদান তা সঠিক ভাবে জানানো হয়নি। দলিলটি এরূপ—

" [ই] আদিকীর্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রী নারায়ণ চক্রবত্তি সুচরিতেষু—

শ্রীরমাবলভ রায়স্য পত্রমিদং—আগে বাবত তপে ইছাপুর তালুক রাজারায় বাদে নিগুর পাসখিল জঙ্গলা জমী উদয়াদিত্য রায় তোমারে দিছেন। তাহাতে তুমি চাইর পাখি জমী আবাদ করিআ পরগণে মুকিমাবাদ মালগুজারি করিতেছ। সেহি চাইর পাখি জমি আমিহ তোমারে দিলাম। তুষ্কি পং (পরগণে) মুকিমাবাদ সামিল, মালগুজারি করিয়া ভোগ করহ। এহি নিবন্ধে পত্র দিলাম। ইতি—সন; ১০৯৬। তারিখ-১৪ আস্বিন—

ইসাদ..... ।"

**৩. দলিল-দস্তাবেজ বা জমির সাধারণ কেনাবেচার পাট্টা-কবুলিয়ৎ**

দলিল-দস্তাবেজের গদ্য রচনার সব থেকে পুরানো নমুনা পঞ্চানন মণ্ডল-এর সংগ্রহে পাওয়া যায়। এটি ১৬৬২ ইছায়ীতে লেখা খুব ছোট্ট একটা পাট্টা (পটক) দলিল। এর বয়ান নিম্নরূপ—

**ক) ১৬৬২ সালে লিখিত 'খারিজা' দলিল।**

"ইআদি কীর্দ্ধ শ্রীনারায়ণ চক্রবত্তি মহাষয়েষু—

লিখিতং শ্রীস্যাম সিংহ শ্রীভাগ্যবন্ত সিংহ কয়োঃ খেরিজপত্র (খারিজপত্র) মিদং আগে শ্রীমনিরাম সিংহের তালুকের দরুন, বাদে নিগৌর দানসাগর খেত বেচিলাম। তাহার জমা অজ খালিসা ১।। দেড় রূপাইআ খেরিজ করিআ য়াপনা তালু (ক) সামিল করি অনিয়া মালগুজারি কর। তালুক মনিরাম সিংহতে এহি দেড় রূপাইয়া খেরিজ করিআ নেও। ইতি। সন—৪৬১। তেং (তেরিখ—তারিখ) ২৮ ফাল্গুন।"

এটি একটি 'খারিজা' দলিল। এ-দলিলে এক তালুকের থেকে জমি বিচ্ছিন্ন ক'রে অন্য তালুকভুক্ত করার কথা বলা হ'য়েছে। ৪৬১ পরগণাতি সন=১৬৬২-ইছায়ীতে লেখা এ-দলিলটি জমি বেচার দলিল। এতে র'য়েছে খালিসা, রূপাইয়া (রুপেয়া=টাকা), খেরিজ, তালুক, সামিল, মালগুজারি, এহি, সন, তে (তারিখ) প্রভৃতি; মুছলিম সমাজ ও ভূমি-ব্যবস্থাপনায় নিহিত প্রচলিত শব্দ। এ-নমুনা থেকে সে-সময়কার সরকারী ভূমি ব্যবস্থার তথা তালুক-মুলুক-এর খবরও জানা যায়। 'তালুকদারি' প্রথা যে, মুছলিম শাসনামলে চালু হয়; বৃটিশ আমলে নয়—এরচনা থেকে তা পষ্ট ।

**খ) এবার বাঙালা ১০৮২ তথা ১৬৭৫ সালে লেখা একটি পাট্টা-দলিল।**

ঐ দলিলের নমুনা নিচেয় আলোচনা করা হ'ল। —

"পাট্টে কৌল করার দাদে বকবুলিয়ৎ শ্রীশ্রীবল্লভ চক্রবর্তি, মৌজে নারায়ণপুর, মামুলে তপে বিনোদ নগর, পরগণে মুকিমাবাদ, সরকার বাজুহায়, মুদাফাত মৌজে নিগৌরে তালুক—জগতরায় কর আমুলে, তপে ইছাপুর মামুলে পরগণে সাহা উজিআল; খারিজ জমাজমি খরিদ করিয়াছেন। তোমার পিতা শ্রী নারায়ণ চক্রবর্ত্তি এ জমি তোমাকে পাট্টা দিল। মাফিক তপসিল জএল, দর ফি খাদা—সন আউল খিল***সুন্য

সন দোয়ম

| | |
|---|---|
| ভিট্টি | বাহ্য |
| ২৷৷ আড়াই রূপৈয়া | ১৷৷ রূপৈয়া |
| করা ও খামার | নঙ্গ |
| ১ রূপৈয়া | --- |
| সন সেয়ম | |
| ভিট্টি | বাহ্য |
| ৪ চাইর রূপৈয়া | ২। সয়া দুই রূপৈইয়া |
| খামার ও করা | নঙ্গ |
| ১৷৷ দেড় রূপেয়া | --- |
| সন চাহারম ও হর সাল | |
| ভিট্টি | বাহ্য |
| ৫৷৷ সাড়ে পাচ রূপৈয়া | ৩ তিন রূপৈয়া |
| করা ও খামার | নঙ্গ (?) |
| ২ দুই রূপৈয়া | --- |

এই মাফিক তালুকদারির পাট্টা দিল। (হিস্যার) জোত আবাদ করিয়া মালগুজারি করিয়া, পরম সুখে ভোগ করহ। হবহবুর(?)সরহ পরগণা দিবা। জমিদারি জিরকায় দস হিসার (হিস্যার) এক হিসা পাইবা—ইতি। সন-১০৮২ হাজার বিরাসি সাল। তেং ১ মাঘ।"

নজর ক'রলে কোন পাঠকের চোখ এড়াতে পারে না যে; হিন্দু কলমে লেখা এই তালুকদারি পাট্টায় আরবী-ফারছী লফ্জ, পরিভাষা ও বাক্ভঙ্গি বা মুছলমানী বাক্-রীতি খুব পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন—কৌল-করার—অর্থ, মৌখিক চুক্তি; দাদে—অর্থ, কারণে; বকবুলিয়ৎ—অর্থ, ; কবুলিয়ৎসহ; 'ব' ফারছী উপসর্গ; মৌজে—অর্থ, মৌজার,—'র' বিভক্তি; মামুলে—অর্থ, সামিল; তপে—অর্থ, তরফে বা এলাকায়; মুদাফাত—অর্থ, পূর্বে যুক্ত বা মাধ্যমে, আগে সামিল ছিল ইত্যাদি। 'কর আমুলে' (আমল+এ আমলে> আমুলে)—অর্থ, কর বা খাজনা অনুসারে; মামুলে পরগণে—অর্থ, সামিল পরগণায়; খারিজ—অর্থ, ত্যাগ, ছাড়; খরিদ—অর্থ, ক্রয়; কেনা; মাফিক—অর্থ, অনুযায়ী; তপসিল—(প্রদত্ত) অর্থ, বিস্তারিত বিবরণ; জএল—অর্থ, নিচেয় লেখা; দর ফি—অর্থ, প্রতি খাদার মূল্য (এখানে প্রতি 'খাদা' জমির খাজনা); ইত্যাদি শব্দই কেবল নয়; ঐ সব শব্দের সাথে আরবী–ফারছী উপসর্গ, প্রত্যয় এবং বাঙালা প্রত্যয়-বিভক্তিরও যোগ

ঘ'টেছে।

এ-লেখা থেকে জানা যায়, তখন তারিখকে তেরিখ (সংক্ষেপে তেং এখন তাং), 'মাস'কে—মাহ (এখন কেবল "মাহে-রমজান" ব'লতেই ব্যবহার করা হয়); 'বছর'কে—সন ও সাল নামে লেখা হ'ত। তাছাড়া, ঐ রচনা থেকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরকে যে, ফার্সী গণনা-অনুসারে পহেলা সন, 'সন আউল' বা আউয়াল বছর (প্রথম বৎসর), 'সন দোয়ম' বা দ্বিতীয় বছর, 'সন ছেয়ম, (ছিয়ম)—তৃতীয় বৎসর এবং 'সন চাহ্‌রম' বা চতুর্থ বৎসর এবং 'ফি সন' অর্থ, প্রতি বৎসর—রূপে লেখার তরতিব ছিল। এগুলো যে সব-ই ফারছী রীতির মুছলমানী প্রকাশ-ভঙ্গি বা বাক্-রীতি, তা কবুল না ক'রে উপায় নেই।

এছাড়া, 'খামার'—অর্থ, ফসলের জমি; 'রূপৈয়া'—অর্থ, রূপাইয়া, টাকা; 'ভিট্টি'—অর্থ, 'ভিটা'; 'আবাদ'—অর্থ, ফসল; মালগুজারি—খাজনা প্রদান, 'সরহ'—অর্থ, সীমা (?) 'জিরকায়'—অর্থ, স্থানে; সেরেস্তায়; 'হিসার'—অর্থ, হিস্যার (হিস্যা+র-বিভক্তি), অংশের ইত্যাদি শব্দ, পদ ও বাক্-রীতিও আলোচ্য দলিলটিতে র'য়েছে।

এ হ'ল, যে-কবুলিয়ৎ দলিল বলে জমিদারের নিকট থেকে জমি কেনা হ'য়েছে, সেই জমিদারের রাইয়ৎ বা প্রজাকে দেয়া পাট্টা-দলিল বা তার কপি।

**গ) এবার ১০৮৯ বনাম ১৬৮২ সালের একখানা জমি বিক্রয়ের দলিল**

আলোচ্য দলিলখানি ঢাকা জেলার নিকটস্থ ভাওয়ালের কাইমসারি গাঁওয়ের কোন এক তিতা খাঁর দেওয়া । তিনি কোন এক নারায়ণ চক্রবর্তীর কাছে এক খাদা জমি বারো টাকায় বেঁচেন। এটি সেই দলিল। নজর ক'রলে দেখা যায়, এ-দলিলেই পহেলা জমির চৌহদ্দির (চার পাশের সীমানার) বয়ান পাওয়া যায়। দলিলটি এরকম—

"সাং মেঘডুরি পং ভাওয়াল ইআদিকীর্দ্দ শ্রী নারায়ণ চক্রবর্ত্তি সুচরিতেষু—

লিখিতং শ্রী তিতা খানস্য শ্রী নূর খানস্য কয়ঃ ভূমবিক্রি পত্রমিদং আগে পরগনে সাহুজিয়াল (শাহ্ উজিয়াল), তপে ইছাপুর, সরকার বাজুহায়, মুদাফাত কাইম সাইর ছৈদ খাঁর খেতের দক্ষিন, মহেস রায়র খেতের পুব, তিলক বাড়ইর খেতের উত্তর, ভাইলি বিলের পশ্চিম, অজজঙ্গলা খারিজ জমা ১ এক খাদা জমি—তোক্ষার ঠাই ১২ বার রূপৈয়াএ বেচিলাম। জমিন আবাদ করিঅ তোক্ষার নামে তালুক দেখাইআ তোক্ষার জে পরগণাত ইছা (ইচ্ছা) সেহি পরগণাত জমা

লাগাইআ পরম সুখে ভোগ করহ। (অঘ্রাণ) এক ইজাফা জমিন জোতড়া তাহারে ছাড়িআ দিবাম। কমি হয় ভরিআ দিবাম। ইতি—সন-১০৮৯। তে ১৯ আঘ্রাণ (অঘ্রাণ), মোং (মোকাম) কাইমসাইর, তিতা খাঁ।

ইসাদ

১. শ্রীইআর মাহাম্বদ খাঁ
শ্রী সেক চুহড় (চুহর)
সাং কাইমসাইর

২. শ্রী সাহা (শাহ্) মাহাম্বদ খাঁ
শ্রী শেক আমুদ
সাং দাখিন

শ্রী মিনা খাঁ
সাং তথা

৩. শ্রী মোমিন খাঁ
শ্রী জমসর
সাং দাখিন

পরগণে ভাওয় (াল)

৪. শ্রীযুনাইদ খাঁ

[অপর পৃষ্ঠায় লেখা]
ওআসিল রূপৈয়া
বং শ্রী তিতা খাঁ-৬
বং শ্রী নূর খাঁ - ৬

জমি বিক্রির জায় মাহাফিক বার রূপৈয়া পাইলাম।
ই জমির ॥ আদ খাদা তিতা খাঁ ॥ আদ খাদা নূর খাঁ ও ছনোয়া(র) খাঁ।"

এ-রচনায় 'সাং'—অর্থ, সাকিম, বা সাকিন (গ্রাম); 'পং'—অর্থ, পরগণা; 'তে'—অর্থ, তেরিখ বা তারিখ; 'ইসাদ'-অর্থ, ইসাদী বা সাক্ষী। আলোচ্য রচনায় 'তোক্ষার', 'ছাড়িআ', 'ভরিআ', করিআ', 'দিবাম' প্রভৃতি কিছু পুরানো বানান ও গেঁয় শব্দরূপও র'য়েছে। নমুনাটিতে সংস্কৃত লিখন-রীতিরও কিছু প্রভাব নজর না ক'রে পারা যায় না। এ-নমুনায় যে-ক'টি মুছলিম নাম লেখা র'য়েছে, সেগুলোর ভেতরে "ইআর মাহাম্বদ খাঁ", সাহা মাহাম্বদ খাঁ," "সেক আমুদ", "যুনাহত খাঁ" ওগয়রহ হিন্দু লেখকের লেখা ব'লেই হয়তো বিকৃত। ওগুলো হবে ইয়ার মোহম্মদ খাঁ, শাহ্ মোহাম্মদ খাঁ, শেখ মাহ্মুদ, জুনাইদ খাঁ ইত্যাদি।

পরের পৃষ্ঠায় লেখা 'ওআসিল'—(ওয়াশীল)—অর্থ, জমা; বং—অর্থ, 'বকলম'; 'ই জমি'—অর্থ এই জমি ইত্যাদি।

এরপর ১০৯৫ সালে ১৬৮৮ খৃ.অ.লেখা অপর একখানা পাট্টা-দলিলের গদ্য

রচনার নমুনা হাজির করা যেতে পারে। যথা—

খ) "পট্টে কৌল করার দাদে বমোহরে, বকবুলিয়ত শ্রীরঘুনাথ সর্ম্মা তালুকদার তপে আম্বরপুর মামুলে পরগনে কাসিম নগর, সরকার বাজুহায়, মুদাফাত পরগনে মকিমাবাদ (ও)গয়রহ ৪ বিতং

| | |
|---|---|
| ১. পং মকিমাবাদ | ২. পং সাহা উজীয়াল অজ |
| তপে বিনোদ নগর | তপে ইছাপুর অজ |
| | মৌজে কীং কাইম সাইর |
| ৩. কিং বসুনিয়া | কীং বাড়রা |
| ১ | ১ |
| কিং নিগৌর | লঙ্গ |
| ১ | ০ |

এহি সকল মৌজের খারিজ জমা জঙ্গলা জমী বীলভবানি বিয়াল তোক্ষাকে তালুকদার মকরর করিয়া পাট্টা দিলাওঁ । মফিক তপসিল জয়েল—

সন আউয়াল হাসীল মাপ
সন দোয়ম ফি রূপাইয়া বিঘা

| | | | রায়তি খাক্ষার |
|---|---|---|---|
| দোফসল | একফসল | দোফসল | একফসল |
| ১০/ | ১২/ | ১২/ | ১৬/ |

সন সেয়ম ফি রূপাইয়া বিঘা

| | | | রায়তি খাক্ষার |
|---|---|---|---|
| দোফসল | এক ফসল | দোফসল | একফসল |
| ৮/ | ১০/ | ১০/ | ১২/ |

সন চাহরম হর সাল দর সহি ফি রুপাইয়া বিঘা

| | | | রায়তি খাক্ষার |
|---|---|---|---|
| দোফসল | এক ফসল | দোফসল | এক ফসল |
| ৬/ | ৮/ | ৮/ | ১০/ |

এহি মাফিক জোত আবাদ করিয়া জমীদারি জীরকায় ফি***মুজুরা লইয়া বাকী সরহ পরগনা মালগুজারি করিয়া ভোগ করহ। ইতি—সন-১০৯৫। তেরিখ ১১ সফর।"

বলা দরকার, এই দলিলটির মাথায় কিছু "ফার্সি লেখা" আছে। কিন্তু প্রকাশক তার পাঠ না দেয়ায়, ফারছীতে কি লেখা ছিল, তা জানা যায়নি।

দলিলটিতে "বমোহরে+(ব+মোহর)এ=বমোহরে", "বকবুলিয়ত" বয়ান থেকে এটি সরকারী ভাবে 'রেজিষ্ট্রী' করা দলিল ব'লে গণ্য করা যায়। অনূক্ত ফারছী লেখাও সেরকম ইশারাই দেয়। এছাড়া 'এহি'—অর্থ, এই, জয়েল/জএল—অর্থ, নিচেয়, বিবৃত (এটি আরবী শব্দ); মকরর অর্থ, স্থায়ী; 'মহফিক' বা 'মাফিক'—অর্থ, অনুযায়ী ওগয়রহ—অনেক আরবী-ফারছী শব্দ এ-দলিলে অপরিহার্য রূপেই লিখিত হ'য়েছে। ঐ সব দলিল কেবল বাঙালীর জমি-জিরেতের দলিল নয়, তা তাদের দৈনন্দিন ও সমাজ-জীবনে ব্যবহৃত ভাষারও দলিল। অপিচ তা সতের শতকের ফারছী-বাঙালায় লেখা জনগণের গণমুখী গদ্যেরও দলিল বটে!

এসব দলিলে লিখিত সম্বোধন বা সূচনাংশের গৎবাঁধা কিছু সংস্কৃত বাক্যাংশ এবং হিন্দু নাম বাদ দিলে, সেগুলো যে, মুছলমানের ভাষায় মুছলমানী কলমে লেখা, তা যে-কোন আকেলমন্দ লোক-ই কবুল ক'রতে বাধ্য।

এবার সতের শতকের কয়েকখানি 'সালিশ-নামা'র গদ্য-রচনার নজীর হাজির করা হ'ল।

**৪. সালিশনামা**

বলা দরকার যে, 'সালিশনামা' জাতীয় দলিলগুলো জমিজমা-কেন্দ্রিক নানা রকম ফ্যাছাদ-ফয়ছালা নিয়ে লেখা। এসব দলিলের কোনটিকে 'একরারনামা', কোনটিকে 'কড়ার (করার) নামা' কিবা 'কড়ার পত্র', আবার কোনটিকে শুধু "লেখন" বলা হ'য়েছে। এ-গুলোর মধ্যে যে-সব দলিল সরকারী আদালতের—উভয় পক্ষের সম্মতিতে আপোষ-নিষ্পত্তিমূলক রায়, সেগুলো "ছোলেনামা' এবং যেগুলো গ্রাম্য সালিশ-বিচারের মাধ্যমে বেসরকারী ভাবে লেখা, সে-সব দলিল আলাদা আলাদা নামে নামাংকিত। যে-সব দলিলে "সভাপতি" "ইসাদি" কিংবা উভয়ের-ই উল্লেখ আছে, সেগুলো 'সালিশনামা', "ইসাদি" বা সাক্ষীহীন দলিলগুলো "একরার নামা" (ছাড়পত্র) নামে পরিচিত। যথা,—

**(ক) ছোলে নামা**

ড. মুহম্মদ শাহ্জাহান মিয়ার প্রকাশিত দলিল-দস্তাবেজের ভিতর সতের শতকে লেখা এই জাতীয় একটা চমৎকার 'ছোলেনামা' পাওয়া যায়। বাঙালা ১০৮৯ (১৬৮২ খৃ.অ.) সালে লেখা এ-দলিলের শিরোভাগে "ফারছী লেখা" ও

"সীলমোহর" র'য়েছে। তারপর লেখা হ'য়েছে—

"শ্রীজগত করকস্য।

"ইয়াদি কীর্দ্দ শ্রী নারায়ণ চক্রবত্তি সুচরিতেষু—

লিখিতং শ্রীজগত করস্য পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চা আগে, নিগুর গ্রামের উদয়াদিত্য রায়ে, তোক্ষার ঠাই জে জমি বেচিছেন, পাস খিল সমেত; আর শ্রীরাজীব রায় করে জে খারিজ জমা **১/ সতর** পাখি জমি বেচিছেন; পাস খিল সমেত। ই সকল জমির মকীমাবাদ পরগনা সামিল মালগুজারি করিতেছ। ই সকল জমির অর্থে তোক্ষারে ধরা করিছিলাম। তাহাতে শ্রী পরমানন্দ রায় চৌধরির সমক্ষে সমজীলাম; ই সকল জমি আক্ষারে না পৌচিল। তুক্ষি ভোগ করহ—আক্ষি কোন দায়—ই সকল জমির করি। তবে ঝুটা। এহি করারে লিখন দীলাম। ইতি—সন ১০৮৯। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ।"

[অপর পৃষ্ঠায় লেখা]

ইসাদী

শ্রী অনন্তরাম করকঃ শ্রী পরমানন্দ করক :

শ্রী অনন্ত দত্তক শ্রী নরেন্দ্র দাষক; (ফারছী লেখা)

শেষ ফারছী লেখাটি বোধ হয়, সরকারী বিচারকের সই। সরকারী অফিস-আদালতে সেই সতের শতক বা তার পূর্ব থেকেই বাঙালা ভাষাকে হুকুমৎ বিস্তারের সুযোগও যে, মুছলমানরাই দিয়েছিল, তা— এ-নজীর থেকে বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়।

**খ) সালিশনামা।**

গ্রাম-প্রধানগণের সম্মিলিত বিচার অনুযায়ী তৈরী দলিলকে 'সালিশ নামা' বলে। একে 'হকিকৎনামা'ও বলা হ'ত। মনে রাখা দরকার যে, 'সালিশনামা' দু'টা প্রধান ধারায় ভাগ করা যায়। একটা হ'ল—অর্থনৈতিক বা জমিজমা কেন্দ্রিক; অপরটা—সামাজিক ঝগড়া, ফ্যাছাদ, মতবাদ-মতভেদ কেন্দ্রিক। নিচেয় জমি-জমা-ভিত্তিক কয়েকখানি—'সালিশনামা'র গদ্য নমুনা হাজির করা হ'ল।

**(খ-১) ১৬৮২ সালে লেখা একখানি 'সালিশনামা'**

বিবি খরনিছা ইয়াদি কির্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীনারায়ন চক্রবর্ত্তি সদাসয়েষু—

বিবি খর নিছা কস্যপত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে—তোক্ষার তালুকের আঙ্গার জোরা উত্ত(র) পাড়ের জমি তিন পাখি, জার জমা পরগনে মুকিমাবাদ সামিল মালগুজারি করিতেছ। ই জমি(রা) কারণ তোক্ষারে ধরা করিছিলাম। তাহাতে

তহকিক জানিলাম। ই জমি আহ্মার আয়মা সামিল নহে। য়তয়েব ছাড়িয়া দিলাম। আর কোন দিন জদি ই-জমির কারণ দায় করি, তবে ছুটা (ঝুটা)। এহি নিয়মে পত্র দিলাম। ইতি—সন-১০৮৯। তাং ২২ বৈসাখ।

[অপর পৃষ্ঠায় লেখা]

ইসাদ

| | |
|---|---|
| শ্রী রঘুরাম দেও | শ্রীসেক আবদুর রহিম কোরেসি |
| সাং নয়না | সাং সাজন পুর |
| শ্রী লক্ষীনারায়ন দত্ত | শ্রী সেক দুন্দি |
| সাং কলাকোপাস্যঃ | সাং সুজাত পুরা।" |

উক্ত সালিশনামায় লিখিত "খর নিছা" বোধ হয়—'করিমুন্নিছা'। নামটি হিন্দু কলমে বিকৃত হ'য়ে প'ড়েছে। এই "খর নিছা" বা করিমুন্নিছা বিবি যে, শরীফ পরিবারের মহিলা ছিলেন, তা তাঁর "আয়মা" সম্পত্তি থাকার কথায় বোঝা যায়। সালিশটি মুছলমান ও হিন্দু, উভয় কওমের লোকজন মিলেমিশে ক'রেছিলেন। লেখক ছিলেন হিন্দু। সাক্ষীদের দু'জন মুছলমান; দু'জন হিন্দু। মুছলমানদের দু'জন শেখ বংশীয় ও শরীফ খান্দানের লোক ছিলেন; তা তাঁদের শেখ উপাধি থেকে পষ্ট। এঁদের মধ্যে শেখ আবদুর রহিম ছিলেন, আরব দেশীয় কুরাইশ (মক্কার) বংশের আওলাদ। তাই তাঁর নামের শেষে কুরাইশী বা 'কোরেশ বংশীয়' লকব (উপাধি) দেখা যায়। সে-যুগে বা তার আগেও এদেশে—আরবদেশ থেকে বহু পরিবার আগমন করেন, তা এথেকে প্রমাণিত হয়। এখন যেমন বাঙ্লাদেশ থেকে বহু বাঙ্লাদেশী মক্কা-মদীনায় গিয়ে বসবাস ক'রছেন, তেমনি মুছলিমপূর্ব ও মুছলিম আমলে বহু মক্কা-মদীনাবাসী বাঙালায় এসে বসবাস ক'রতেন; এটি কম গৌরবের কথা নয়। ইতিহাসে তাঁদের সবার কথা না পাওয়া গেলেও, এসব জমির দলিল-দস্তাবেজ থেকে তাঁদের অনেকের খবর-ই পাওয়া যায়। তাই জমির দলিল, ছোলেনামা, একরারনামা—এদেশের ঐ আমলের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসেরও মূল্যবান উপকরণ, তা বেশক বলা যায়। এগুলো শুধুই "সমাজ চিত্র" ব'লে মূল্যবান নয়।

**(খ-২) এবার ১৬৮৪ ইছায়ীতে লেখা আর একখানি 'সালিশ নামা'**

উপরে আলোচিত সালিশনামার দু'বছর পর লেখা এ-দলিলটির পাঠ

এরূপ—

"সভাপতি রত্ন শ্রীগকুলচান্দ গুহকঃ
শ্রী নুর খানস্য
শ্রী তিতা খানস্য

ইআদিকীর্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমধুসুদন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীপবনানন্দ চক্রবর্ত্তী সুচরিতেষু—

লিখিতং শ্রীতিতা খাঁ শ্রীনূর খাঁ আগে কাইমশারির ও বসুনিয়া গ্রামের সিমানার অজবঞ্জর জমি লইয়া ঝগড়া; তোমার ঘরের সহিত; তাহাতে সর্ব সম্মত হইয়া কড়ার নামা লিখিয়া—শ্রী গকুল চান্দ রায়কে আমিন লইলাম। তেনি তজবিজ করিয়া ভাইলী বিলের পশ্চিম পাড়ের পশ্চিম কাইড়; হাতলির পুব হদ করিয়া, পাচ অংশ করিলেন। তাহাতে পুবের দুই অংশ বসুনিয়া গ্রামের দরূন তোমার ঘরে পৌঁছিল। আমিন মজকুরে হদ-মহাম্বদ মাহাফীক আমল করিয়া ভোগ করহ। ইহার বেস আর তোমার ঘরে দায় নাহী। এহি নিয়মে লিখন দিলাম। ইতি—সন-১০৯১। তেরিখ-২১ বৈশাখ।

[অপর পৃষ্ঠায় লেখা]
ইশাদী
(১) শ্রী দীনারাম গুহকঃ
(২) শ্রী রামনারায়ণ শর্ম্মা শ্রীরামভদ্র গুহক
শ্রীরামভদ্র গুহকঃ
শ্রী রঘুসৌ পরামাণিক্য
সাং নাওড়া
(৩) শ্রী কামদেব শর্ম্মা।"

নজর করা দরকার, এ-'সালিশনামা' বা "কড়ার নামা" লিখে, (অর্থাৎ সালিশের বিচার মানার লিখিত একরার) দেবার পর আমিন (জমির মাপনদার) নেয়া হয় গোকুলচান্দ গুহককে। তিনি যে-রায় দেন, তা-ই নূর খাঁ ও তিতা খাঁ উভয়ে মেনে নিয়েছেন ব'লে, ইকরার ক'রছেন। এ-'সালিশ নামা'য় কোন মুছলমান ইসাদী নেই। কিন্তু যে গদ্য ভাষায় সালিশনামাটি লেখা হ'য়েছে, তা মুছলমানী গদ্য। তার নিশানা 'ইয়াদ্দী কীর্দ্দ'—অর্থ, বিচার করিয়া, অনুসন্ধান করিয়া; 'হদ করিয়া'—অর্থ, খোঁজ করিয়া, ঠিক করিয়া, এখানে মাপিয়া;—'আমিন মজুকুরে',—অর্থ, পূর্বে কথিত আমিন; 'হদ মহাম্বদ মাহাফিক'—অর্থ, নির্ধারিত

সীমানা অনুযায়ী; 'আমল করিয়া'—অর্থ, কার্যকর ক'রে, মান্য ক'রে, অনুসরণ ক'রে; প্রভৃতি বাক্-ভঙ্গি এবং 'ইশাদী', এহি, নাহি (নহি, নাই.নাহি), সাং, ইত্যাদি শব্দের হাজিরী থেকে তার নজীর পাওয়া যায়।

**(খ-৩) এবার ১৬৮৪ ইছায়ীতে লেখা, একখানা সালিশ নামা**

সালিশনামাটি কেবল শরীকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শরীকান সবাই এক-ই হিন্দু বংশীয়। তাঁদের নিজেদের জন্য 'নিজেদের ভাষায়' লেখা হ'লেও সালিশনামাটির শেষাংশ মুছলমানী গদ্য রূপ এড়িয়ে যেতে পারেনি। যথা—

"সন ১০৯১·
তেং ২৯ ফাল্গুন
শ্রী রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তিনঃ-
শ্রী পরমানন্দ চক্রবর্ত্তিনঃ

শ্রী মধুসূদন চক্রবর্ত্তিনঃ ইআদি কীর্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রী নারায়ন চক্রবর্ত্তি সুচরিতেষু—

লিখিতং শ্রী মধুসুদন চক্রবর্ত্তি ও শ্রীপরমানন্দ চক্রবর্ত্তি ও শ্রীরাম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তিনাং আগে বসুনিয়া গ্রামের সিমানা, গোআল মাথানের উত্তর আর মহিস খালির দক্ষিন—ইহার মধ্যে খিলা জমী আক্ষারা সকলে মিলিয়া আমল করিবাম। ইহাতে জে বাদি উপছিত হএ, তাহাকে সকলে মিলিয়া নিগ্রহ করিবাম—খরচ জে হএ, তাহারে জার জার অংস মাহাফি(ক) দিবাম। জে জমী সকলে আমল করিতে পারি; তাহাতে মধ্যস্থ লইয়া লায়েক জিরাত খিলা জমীতে মজুতা হইত(তে), চাইর পাখি জমী তোক্ষারে দিলাম। আর জে থাকে, তাহারে তোক্ষার সহিত আক্ষারা জার জার অংস মাহাফিক কিছমত করিয়া লইলাম। এহি নিয়মে পত্র দিলাম। ইতি—সন-১০৯১। তেং ২৯ ফাল্গুন।"

[এর অপর পৃষ্ঠায় ছ'জন "ইসাদ"-এর নাম লেখা র'য়েছে।]

উপরে লিখিত সালিশনামাটির গদ্য ভঙ্গির বা বাক-রীতির দিকে নজর দিলে দেখা যায়, এ-লেখায় 'আমল করিবাম'—অর্থ, অনুসরণ ক'রব, মান্য ক'রব; 'অংস মাহাফিক'—অর্থ, অংশ অনুযায়ী; 'জমী (সকলে) আমল করিতে পারি'—অর্থ, জমি (সবাই) ভোগ ক'রতে পারি; 'লায়েক জিরাত'—অর্থ, বাসযোগ্য জমি; 'মজুতা হইতে'—অর্থ, মৌজুদ হ'তে; 'অংস মাহাফিক কিছমত করিয়া লইবাম'—অর্থ, অংশ অনুযায়ী ভাগ ক'রে নেব; ইত্যাদি লেখন-তরতিব বা

রীতি—মুছলিম বাক-ভঙ্গির-ই অনুসরণ।

**(খ-৪) ১৬৮৪ সালে লিখিত একজন মুছলিম আমিনের দেওয়া রায়**

এ-রায়নামাটির শিরোভাগে কথিত আমিন-এর নাম "শ্রীযুৎ মৃজা মিনার" লেখা। নামটি হয়তো মীরজা বা মীর্জা মিনার হবে। নামটির নিচেয় "সীলমোহর" র'য়েছে। তা দেখে মনে হয়, এই আমিন ছিলেন সরকারী তরফের আমিন। সীলের নিচেয় তাঁর হিন্দু সহকারীর নাম আছে।

"শ্রীযুৎ মৃজা মিনার

(সীল মোহর)

শ্রী গোকুল চান্দ ভুইয়া

হকিকৎ মহজ্জ্বব আগে কাইমসারি গ্রাম ও বরূনা গ্রাম ও বসুনিয়া গ্রাম (ও) উত্তর পাড়া গ্রামের বাপু নদীর পূর্ব্ব পাড়ে, কোঠার সিমানার কারন, ঝগড়া করিয়া; দারোগে মহাল নাওরা—তাহান পাষ ফৈরাদ করিয়া শ্রীনারায়ন চক্রবর্ত্তি ও শ্রীজগত রায় ও তিতাই মাজী ও নূর খাঁ ইহানা সকলে সক্ষতক্রমে কারার নামা লিখিয়া আক্ষাকে আমিন করিলেন। পর সকলেরে লইয়া বন্দ গীয়া, উত্তর পাড়া গ্রামের কোঠার ও সত জঙ্গলা রাখিয়া, তাহার পূর্ব্ব; কাইমসারি গ্রামের কাইড়-হাতালির পূর্ব্ব; বসুনিয়া গ্রামের ভাইলি বিলের পশ্চিম পাড়—পশ্চিম হদ করিয়া; পাঁচ অংশ করিয়া, পূর্বের দুই অংস বসুনিয়া গ্রামের সামিল; তাহার পশ্চিম মধ্য অং(স) বরূনা গ্রামের সামিল; তাহার পশ্চিম দুই অংশ কাইমসারি গ্রামের সামিল করিয়া সকলের সক্ষাতিক্রমে হদ মহম্বদ করিয়া দিছি। এহি মত হদ মহম্বদ হইয়া সিমানার ঝগড়া চুকীল, ইতি—সন-১০৯১ হাজার একান্বে সন। তারিখ ২৫ পচিসা বৈশাখ।"

উপরের সালিশনামায় মুছলমান-আমিন কর্মকর্তা বিধায় এর গদ্য তরতিবে মুছলমানী আছর বেশ জিয়াদা দেখা যায়। তাই সূচনাংশে সকল "মঙ্গলালয়, 'কার্য্যাঞ্চাগে পত্রমিদং"-জাতীয় সংস্কৃত বাক্যাংশের বদলে লেখা হ'য়েছে "হকিকৎ মহজ্জ্বব আগে"। এথেকে বোঝা যায়, তখনকার সংস্কৃত-প্রভাবিত হিন্দু লেখকদের ওপর যেমন—হিন্দু সম্বোধন রীতি প্রভাব ফেলত; তেমনি মুছলমান লেখকরাও অনুসরণ ক'রতেন মুছলিম রীতি। রচনাটির শেষে কোন ইসাদীর নাম না থাকায়

লেখাটি কোন মুছলমান লেখকের ব'লে মনে হয়। অন্তত; সূচনাংশ তাই ভাবায়।

এ লেখায় নিহিত "হদ মহাম্বদ" (হদ-মোহাম্মদ) একটি মুছলিম বিশিষ্টার্থক বাক্য। পূর্বে বলা হ'য়েছে, এর অর্থ সীমা-সরহদ্দ বা সীমানা। হয়তো ঐ 'হদমোহাম্মদ' থেকেই পরে 'হদ্দমুদ্দ' কথার উৎপত্তি ঘ'টেছে।

**(খ-৫) এবার ১৬৮৯ সালে লেখা একখানি বেসরকারী 'সালিশনামা'**

দলিলটিকে "ভূমিবিক্রয়পত্র" বলা হ'লেও আসলে এটি 'সালিশনামা'। কারণ স্থানীয় গ্রাম্য মাতব্বরদের বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে ধার্য-করা-অর্থ নিয়ে জমি ছেড়ে দেয়া হ'য়েছে—অপর পক্ষকে। যেহেতু বেচাকেনা স্বেচ্ছায় হয়নি; সে কারণে এটিকে 'সালিশানামা' ব'লেই গণ্য করা বেহ্তের। দলিলটির পাঠ এরকম—

সভাপতিরত্ন শ্রীপরিক্ষিত দত্ত ঃ

"ইআদকীর্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তি সুচরিতেষু—

শ্রী রমাবল্লভ রায়স্য খারিজ জমা ভূমি-বিক্রয় পত্রমিদং আগে, বাবত তপে ইছাপুর, তালুক রাজা রায়, বাদে নিগুর নাল জমি ॥ দস পাখি তুমি আমল করিয়া; পরগনে মুকিমাবাদ জমা করিয়া মালগুজারি করিতেছ। ই জমী আমার। অতএব এহি ॥ দস পাখি জমী তোমার স্থানে মূল্য ৮ আষ্ট রূপৈয়া পাইয়া স্বত্য ত্যাগ করিয়া, খারিজ জমা, জমী বেচিলাম। তুম্হি পরগনে মুকীমাবাদের জমা মালগুজারি করিয়া পরম সুখে ভোগ করহ। এহি নিবন্দে খারিজ জমা, ভূমি বিক্রয়পত্র দিলাম। ইতি—সন। ১০৯৬ তেরিখ আশ্বিন।"

এ-'সালিশনামা'র নিচেয় দশজন লোকের সই র'য়েছে। তার একজন "শ্রী সিবরাম দত্ত"। এ-লেখায় সংস্কৃত রচনাভঙ্গি বিশেষভাবে নজর করা গেলেও, ফারছী রচনারীতিও একেবারে গরহাজির নয়। তা 'তপে ইছাপুর' বা 'ইছাপুর তরফের' (এলাকার); 'খারিজ জমা' বা ছেড়ে দেওয়া ভূমি; 'বাবত তপে ইছাপুর তালুক' বা 'ইছাপুর এলাকার তালুকের অধীন'; 'পরগনে মুকীমাবাদ' বা মুকিমাবাদ পরগণায়; প্রভৃতি থেকে পষ্ট।

**(খ-৬) অতঃপর ১৬৯৪ ইছায়ীর অপর একখানি 'সালিশনামা'**

সেটি এরকম—"ইয়াদিকীর্দ্দ শ্রী নারায়ণ চক্রবর্ত্তি সুচরিতেষু—

শ্রীইয়ার মাহামদ আগে পরগনে সাহা উজীয়াল, তপে ইছাপুর, কাইমসাইর

গ্রামের মুদাফাত ১এক খাদা জমি অজবঞ্জর খারিজ জমা তোক্ষার ঠাই ও তিতা খাঁ ও নূর খাঁ সন ১০৮৯ হাজার নও আসি সনে বেচিছেন। সে জমি ইজাফা জোত করিছ বুলিয়া তোক্ষার মনুস্য ধরিয়া ১এক রূপাইয়া লইছিলাম। তোক্ষার ঠাই ইজাফা জমি সাবুদ না হইল। অতএব রূপাইয়া ফের(ত) দিলাম—আর জদি কোন দিন তোক্ষার ঠাই ই জমির কারণ কোন দায় করি—তবে মিথ্যা। এহি নিয়মে লিখন দিলাম। ইতি—সন-১১০১। তেং ১২ অগ্রাহন।"

নজর দিলে দেখা যায়—এ-দলিলের গদ্যে মুছলমানী বা ফারছী বাক-রীতির আছর অনেক। যেমন—"হাজার নও আসি"—এক হাজার ঊননব্বই, "ইজাফা জোত করিছ"—অতিরিক্ত জমি (ভোগ) ক'রছ; "ইজাফা জমি সাবুদ না হইল"—অতিরিক্ত জমি প্রমাণিত হ'ল না; ("না হইল" এটা মুছলিম বাক্-ভঙ্গি। এর অমুছলিম রূপ—'হইল না'।) ইত্যাদি।

**(খ-৭) ১৬৯৯ সালে লেখা একখানি সালিশনামা।**

এটিও হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, হিন্দু কলমে লেখা, একখানি মুছলমানী রীতির গদ্য-নমুনা। যথা,—

"ইআদি কীর্দ্দ সকল মঙ্গলালঅ শ্রীরামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য সুচরিতেষু—

লিখিতং বাড়রা গ্রামীক তালুকদার বর্গানী আগে তাং নারায়ণ চক্রবর্ত্তি; তোমার নিজ কিছমত আধা 'ডালি খরচা' ও 'কবোল খরচা' সুদামদ হাকীমেরা তোমারে মাপ করিছেন। আমরাহ গ্রাম মজকুরে ই দুই খরচ মাথট করিআ তোমার ঠাই সুদামদ না লইছি। কোন দিন তোমার ঠাই ডালি খরচা ও কবোল খরচা মাথট তলপ না করিব। এহি নিঅমে লিখন দিলাম। ইতি—সন-১১০৬ এগার স ছঅ। তেরিখ ১০ মাঘ।"

এই বেসরকারী সালিশনামাটির শিরোভাগে ১৬ জন লোকের নাম আছে। তাঁদের প্রায় সবাই হিন্দু। লেখার অবয়বে তাই সংস্কৃত রীতির গদ্য লেখার তরতিব অনেক অনুসরণ করা হ'য়েছে। তবু মুছলমানী গদ্য রীতির আছর একেবারে পরহেজ করা সম্ভব হয়নি। তার নজীর 'ইআদিকীর্দ্দ', 'নিজ কিছমত আধা'—নিজের অর্ধেক অংশের ভাগ; 'কবোল খরচা'—স্বীকৃত ব্যয় (ডালি

খরচা—বিবিধ/অন্যান্য ব্যয়?), 'গ্রাম মজুকুরে'—উপরে লিখিত গ্রাম; 'না লইছি'—নিচ্ছি না; তলপ না করিব—চাইব না; দিতে ব'লব না; 'তেরিখ ১০ মাঘ'—মাঘ মাসের ১০ তারিখ ইত্যাদি।

এরপর সতের শতকের কয়েকখানি "একরার নামা"র নজীর হাজির করা হবে। ঐ সব একরারনামা হিন্দু কলমে লিখিত হ'লেও, সে-সবে মুছলিম গদ্য-তরতিব সহজেই নজরে প'ড়ে।

**গ) একরার নামা**

সতের শতকের যে-সব লিখিত "একরার নামা" বা 'অঙ্গীকারপত্র' পাওয়া গিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ড. শাহ্জাহান মিয়ার প্রকাশিত ১৬৭৭ ইছায়ীতে লেখা (পত্র সংখ্যা-৫৯)একটি দলিলের বয়ান গুরুত্বপূর্ণ। দলিলটি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল—

**(গ-১) ১৬৭৭ সালের দলিল**

"ইআদিকীর্দ্দ শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তি সদাশয়েষু—

শ্রীরাম গোবিন্দ শর্ম্মনে পত্রমিদং আগে জল ভূমি ওগয়রহ অংসের কারণ, তোমার—আহ্মার সহিত ঝগড়া আছিল। তাহাতে জলভূমি ও গহর-অংস সমজিআ পাইলাম। তোমার ঠাই আমার আর কোন দায় নাহি। কোন দিন তোমার ঠাই কোন দায় করি—তবে ঝুটা। এহি নিবন্ধে পত্র দিলাম। ই স ১০৮৪ সন সদর পরগণাত্তি সন ৪৭৬ তেং ৩০ কার্ত্তিক জের -----ইসাদ" ইত্যাদি।

সাক্ষীদের নাম অপর পৃষ্ঠায় র'য়েছে।

**(গ-২) এবার ১৬৮৮ সালে লেখা একখানি একরারনামা।**

"লিখিতং শ্রীরামানন্দ শর্ম্মণঃ ও শ্রীআসানন্দ শর্ম্মনঃ ও শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মণঃ কার্য্য একরার পত্র মিদঃ কার্য্যঞ্চ আগে নয় বাকু রানির সিশ্য-সেবক আমাদের তিন হিস্যাতে জে আছে; ইহাতে জখন সেবক-বাটী জাইতে হয়; তখন একত্তে জাইব। তৎ সেএা জদ্যপি কেহ একক সেবক বাটী জাইয়া বারিষিক এবং কোন সামিগ্রীপত্র আনি, এমত সাবুদ হয়; তবে সে সেবকে এবং সেবাতে হইতে বেদায়া—এতদর্থে করারপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি—তাং ৫ শ্রাবণ। শ্রী রামানন্দ, শ্রীআসানন্দ, শ্রীকমলাকান্ত দেবর্ম্মা—।"

ভালভাবে খেয়াল ক'রলে বোঝা যায়, এটি একটি পারিবারিক 'একরার

নামা'। তিন ভাই এক সঙ্গে মিলেমিশে এক মত হ'য়ে, যজমান বাড়ী থেকে পাওয়া ধনদৌলৎ যাতে কেউ একা ভোগ ক'রতে না পারে, তার জন্যেই এ-একরার নামা লিখেছেন। বামুনদের কলমে সেকালে গণমুখী ফারছী বাঙালা যে ভাল চেহারা পেত না, এ-নমুনা থেকে তার নজীর পাওয়া যায়। হয়তো ঐ তিন বামুন-সন্তান ভাল লেখাপড়া জানতেন না। তাই, একরার নাম'টিতে যেটুকু সংস্কৃত ধাঁচের সূচনাংশ লেখা হ'য়েছে—তাতে ভুলচুক ঘ'টেছে অনেক। অপর দিকে, চ'লতি আরবী-ফারছী শব্দগুলোও ঠিক ঠিক লেখা হয়নি। যেমন "সেত্রা" এটা হবে 'সেওয়া'। অর্থ—ব্যতীত। 'বার্ষিক', 'সেবাতে, হইতে' 'সামগ্রী' প্রভৃতি শব্দের বিকৃত রূপও নজর এড়ায় না। তার সাথে নজর এড়ায় না 'তিন হিস্যা', 'সাবুদ হয়'—অর্থ, 'তিন অংশ', 'প্রমাণ হয়',—ইত্যাদি মুছলমানী গদ্যভঙ্গির সঠিক ব্যবহার।

### (গ-৩) এবার ১৬৯১ সালে লেখা অপর একখানি 'একরার নামা'

"শ্রীমধূসুদন চক্রবর্ত্তি ও শ্রী পূর্ন্নানন্দ চক্রবর্ত্তি তালুকদার পরগণে মুকীমাবাদ তপে বিনোদ নগর সুচরিতেষু—

লিখনং কার্য্যঞ্চা আগে বসুনিয়া গ্রামের মুদাফাত খারিজ জমা-জমী অজ বঞ্জর বিল, জাহা তপে অম্বরপুর, পরগণে কাসিম নগর, বনামে তালুক শ্রীরঘুরাম শর্ম্মা, শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তি মালগুজারি করিতেছেন। ই জমির শ্রীসেক ইনাউল্বা করৌবির ছনদ ও শ্রীকামদের শর্ম্ব চৌধুরির লিখন-ক্রমে; শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তিকে পৌচিল। তোমরা কেহ ই ভূমি, ইহ আমল করিতে মুজাহিম নহিবা এবং আপনেরা আমল না করিবা। ইতি— সন-১০৯৮ সাল। তেং ২৬ পৌষ।"

এ-রচনার শিরোভাগে একটি মাত্র নাম "শ্রীহরিনারায়ণ রায়" লেখা। 'একরার নামা'টির নিচেয় কোন লোকের-ই নাম নেই। খানিকটা বিচারকের রায় দেবার মত 'দলিল'টিতে শেখ ইনাউল্লাহ্ নামক একজন উচ্চ পদস্থ মুছলিম শাসকের নাম পাওয়া যায়। যিনি 'ছনদ' দিয়েছেন। আলোচ্য লেখায় "আমল করিতে" বা 'ভোগ ক'রতে'; 'মুজাহিম নহিবা' বা স্বত্ত্বদাবী ক'রতে পারবে না; 'আমল না করিবা'—বা 'ভোগ ক'রবে না' প্রভৃতি বাক্‌রীতি উক্ত গদ্যকে ফারছী-বাঙালার মুছলমানী গদ্যরীতি ব'লেই ছাবিত করে।

### ৫. ব্যক্তিগত পত্র (হুকুমনামা)

এবার আলোচ্য শতকের একখানি ব্যক্তিগত আদেশপত্র বা 'হুকুম নামা'র পরিচয় দেয়া যায়। রচনাটি ১৬৯৬ ইছায়ীতে লেখা। যথা,—

"শ্রীমোহনলাল পাল ও শ্রীলওসেন দুওারি ও প্রজাদিগের সুচরিতেষু—

সানুগ্রহ লিখনং কার্য্যঞ্চ—এখানকার কুশল হয়। তোমারদের কুশল চাহি। পরন্তু কুশদ্বিপ গ্রাম আমার করারি। তাহার সাঁজোওাল কএক টাকা তহসিল করিআছে এবং এখানে আমিহ নয় সও টাকা দিয়াছি। তোমার আর সাঁজোওালকে কড়াকড়ি খাজানা আজি নাগাদী না দাও; তবে তুমরা মুজুরা পাইবে না। খাজানা কোরক রাখিবে। ইহাতে তফাৎ না হয়। ইতি—সন-১১০৩ সাল। তারিখ—৭ কাত্তীক।"

নজর ক'রলে দেখা যায়, পুরোপুরিভাবে এই ব্যক্তিগত হুকুমনামা গণমুখী বা ফারছী-বাঙালায় লেখা। মুছলিম সমাজে চালু ঐ গদ্যরীতি লেখককে এতটাই আছর ক'রতে পেরেছে যে, তিনি কুশদ্বীপ গ্রাম "আমার অধিকার ভুক্ত" না-লিখে, লিখেছেন—"আমার করারি"। তিনি আরও লিখেছেন—তাঁর—'সাজেয়াল'। 'রক্ষণাবেক্ষণকারী' নয়। লিখেছেন 'তহসিল করিয়াছে'—'আত্মসাৎ করিয়াছে' নয়, ইত্যাদি। এ-সব বাক-ভঙ্গি তখনকার মুছলিম সমাজে চালু বাক্-ভঙ্গি। আরবী-ফারছী লফ্জ নির্ভর। তা বেশক বলা যায়। তবু এ-বাক্-ধারা গণমুখী বাক্ধারা ছিল ব'লেই বাঙালা ভাষার সেই আমলে হিন্দু আম জনগণ তো বটেই উঁচু তলার বামুনদেরও অধিকাংশই—তা কবুল না ক'রে পারেননি। ঐ শ্রেণীর সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ বাঙালা ভাষা—এই নামটি পাঁচশ' বছর (১৪০০-১৮০০ খৃ.অ.) যাবৎ সদর্থে কখনও কলমে ঠাঁই না দিলেও, সবাই নতুন দেশী ভাষা-রীতি ব্যবহার না ক'রে পারেননি। তাছাড়া, তাঁদের কারও কারও, আমল না থাকায়—ফারছী-রীতির গণমুখী মুছলমানী বাঙালা লিখতে গিয়ে, অনেক ভুল-চুকও হ'য়েছে—তা ঠিক; তবে তাঁদের ঐ লেখাই সাবুদ দেয় যে, মুছলমানদের ভাষারীতিই ছিল, সে-আমলের মুছলমান-অমুছলমান নির্বিশেষে আম-জনতার গণমুখী ভাষার ভিত্তি। তথা—গদ্য-পদ্যের ভিত্তি। ১৬১০ থেকে ১৬৯৬ সালের মধ্যে লিখিত, উপরে আলোচিত বিভিন্ন রকমের কুড়িটি রচনার নমুনা তার-ই নজীর।

বলা দরকার যে, সতের শতকের বাঙালা গদ্যে লেখা যত চিঠি ও দলিল-দস্তাবেজ ভারতীয় বাঙালা এবং বাঙ্লাদেশে, বিশেষ ক'রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় পাওয়া গেছে, তার প্রায় তিন চতুর্থাংশই ঐ ফারছী-বাঙালায় বা গণমুখী বাঙালায় রচিত। এই মুছলমানী বাঙালাই যে, সেকালে সারা বাঙালায় চর্চা করা হ'ত, এ থেকে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙালা ভাষার এই মূল রূপটিকে তাই

সাম্প্রদায়িক রূপ বা 'একটা অঞ্চল বিশেষের ভাষা রূপ' বলা চলে না। এই ফারছী বাঙালাই যে, বাঙালার মূল বাঙালা ভাষার সঠিক রূপ—তার বিপুল নজীর পরবর্তী শতকেও পাওয়া গিয়েছে। সে-বিষয়ে পরে আরও জানা যাবে।

বাঙালা ভাষার ঐ মূল রূপের ভিত্তিতে ইউরোপীয়দের আসার আগেই যে, এদেশে মুছলমানরা বাঙালা গদ্য রচনায় কামিয়াব হন এবং তা অমুছলমানরাও গ্রহণ ক'রে, এক দেশ, এক ভাষা গঠনে অনেকটা সাহায়তা দেন, বা দিতে বাধ্য হন—এ-তথ্য আজ কবুল ক'রতেই হবে।

## গ্রন্থপঞ্জী


| | |
|---|---|
| ১. সৈয়দ মুর্তাজা আলী | বাঙ্‌লা গদ্যের আদি যুগ<br>বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকা,<br>১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৫৭ |
| ২. পঞ্চানন মণ্ডল | চিঠিপত্রে সমাজচিত্র-২য় খণ্ড<br>কলি.-১৯৫৩। |
| ৩. ড. মুহম্মদ শাহ্ জাহান মিয়া | পুরানো বাংলা দলিলপত্র<br>ঢাকা-১৯৯১। |
| ৪. জহরলাল বসু | বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস<br>কলি.-১৯৩৬। |
| ৫. Siva Ratan Mitra | Types of Early Bengali Prose.<br>C. U.-1922 . |